Fortnightly, Ahmadi,
November, 1952.

Reg. No. D. A.—142

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্য্যায়
৫ম বর্ষ, ১৭-১৮ সংখ্যা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

নভেম্বর, ১৯৫২ ইং ; কার্ত্তিক, ১৩৫৯ বাং ; নবুয়ত, ১৩৩১ হিঃ সাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح
الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ هوا ناصر

ইসলামে নবুওত

খাতামুন্ নবীঈন

[সৈয়দ এজাজ আহমদ, এইচ, এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"মোহাম্মদ ছঃ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন, তিনি আল্লাহর রছুল ও খাতামুন নবীঈন।" ফলতঃ আল্লাহ সর্ব্বশক্তিশালী, উপরোক্ত আয়েতের "শানে নজুল" এই যে, আঁ হজরত (সঃ) হজরত জায়েদের পরিত্যক্ত স্ত্রী হজরত জয়নব (রাঃ)কে—স্বীয় পুষ্যপুত্র বধুকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া কাফেরগণ বিদ্রুপ করিতে থাকে। তাহাদিগের প্রত্যুত্তরে আল্লাহতায়ালা এই আয়েত নাজেল করেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই আয়েতটি আঁ হজরতের প্রশংসার (মোকামে মদাহ্) উদ্দেশ্যও নাজেল হইয়াছে। কিন্তু আঁ হজরতের যদি কোনও পুত্রই না থাকিত তবে তাঁহার প্রশসা হইল কি করিয়া? সুরা কাওছারে আঁ হজরতের (সঃ) শত্রুগণকে আব্তর্ নিঃসন্তান বলিয়া দুঃসংবাদ দান করা হইয়াছে এবং আঁ হজরত (সঃ)কে **'কওসর' দান করা হইয়াছে বলিয়া সুসংবাদ দান করা হইয়াছে এখানে আবতর এর মুকাবিলাতে "কাওসর" অর্থও** বহু কল্যাণময় পুত্র, এবং সুরা আহজাবের প্রথমেই আঁ হজরত সঃ এর স্ত্রীগণকে 'উম্মুল মোমেনীন' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে!

এইক্ষণ আঁ হজরতের বিবিগণ উম্মতের মা হইয়া থাকিলে আঁ হজরত ও উম্মতের পিতা সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই, আরবী ভাষায় প্রচলিত আছে 'প্রত্যেক রসুল'ই স্বীয় উম্মতের পিতা'। অতএব উপরোক্ত আয়াতে আঁ হজরত স্বয়ং কোনও পুরুষের পিতা নহেন' একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? যদি উক্ত আয়াত দ্বারা ইহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় যে, আঁ হজরত উম্মতেরও পিতা নহেন তবে তিনি রছুলও নহেন ইহাই কি প্রতিপন্ন হয় না? প্রকৃত পক্ষে তিনি কোনও পুরুষের পিতা নহেন এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে যদিও তিনি কাহারও দৈহিক পিতা নহেন, তথাপি তিনি আত্মীক পিতা, কেন না দৈহিক পিতা হইলে তাঁহার এমন কোন মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইত না। এখানে 'লাকিন' শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই সন্দেহ দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে কাহারও দৈহিক পিতা না হইলেও তিনি রসুল হিসাবে উম্মতের পিতা আর "খাতামান্ নবীয়ীন" হিসাবে নবীগণেরও পিতা, পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ শুধু উম্মতের পিতা ছিলেন, আঁ হজরত উম্মতেরও পিতা এবং নবীগণেরও পিতা।

পিতৃত্বের অস্বীকার করিয়া 'লাকিন' শব্দের পর কোন প্রকারের পিতৃত্ব স্বীকার না করা হইলে 'লাকিন' শব্দ ব্যবহারের কোনই অর্থ হয় না। অতএব রসুলুল্লাহ শব্দ দ্বারা উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা এবং 'খাতামুন্ নবীঈন' শব্দ দ্বারা নবীগণেরও আধ্যাত্মিক পিতা বুঝান হইয়াছে। এবং এই আয়াতে নবীগণের পিতা সাব্যস্ত করাতেই তিনি নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। 'খত্ম' শব্দের অভিধানিক অর্থ 'মোহর' দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয় অর্থাৎ তাঁহার মোহর দ্বারাই অন্যান্য নবীগণ নবী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ও হইবে। অতএব তাঁহার মোহর দ্বারা যেহেতু নবী হওয়া যায় এই হিসাবেই আঁ হজরত ছাঃ নবীগণের পিতা। রসুল করিম ছাঃ এর পর আরও নবী আসিতে পারে অন্যান্য ইমাম, আওলিয়া ও ওলামাগণ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। "আঁ হজরত ছাঃ পুত্র ইব্রাহিম জীবিত থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই নবী হইতেন"।

আয়াত খাতামান নবীয়ীন হিজরী 'পঞ্চম শতাব্দীতে' নাজেল হইয়াছিল (তারিখুল খামিছ ১ম খণ্ড ৫৬৪ পৃঃ) এবং তাঁহার পুত্র এব্রাহিমের হিজরী

[৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রতিধ্বনি

[আল্লামা জিল্লুর রহমান]

মানুষ যখন প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, নিজের মনগড়া কতকগুলি খেয়ালকে ধর্ম্ম মনে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম যখন সমগ্র সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন সমাজের মধ্যে একটা ভুল ধারণা চাপিয়া বসে—

"আল্লাহতায়ালা অতঃপর আর কোন রসুল কখনও পাঠাইবেন না।

—মোমেন রুকু ৪

কারণ রসুল বা নবী আসিলে বহু ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়, স্বেচ্ছায় অবাধ গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, বিনা পুঁজির কারবার ফাঁসিয়া যায়, লক্ষলক্ষে ভক্তের সামনে বক ধার্ম্মিকতার মুখোস খসিয়া পড়ে, ভীষণ প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া কালের গতির প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে সবলে পথ কাটিয়া উজান বহিয়া চলার নিরলস পরিশ্রম সহিতে হয়, আর স্রোতের গায়ে গা ঢালিয়া ভাটির দিকে ভাসিয়া চলার ক্লান্তি হীন আরাম ছাড়িতে হয় তাই—

"আল্লাহতায়ালা অতঃপর আর কখনও কোন রসুল পাঠাইবেন না।"

এই মহা ভ্রান্তিটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অলস শান্তির নিশ্বাস ফেলে, এই মনঃস্তত্ব আল্লাহতায়ালা নিজ পবিত্র কালাম—মহা গ্রন্থ কোরাণ শরিফে এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"এবং ইতি পূর্ব্বে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ সহ ইউছুফ (আঃ) আসিয়াছিলেন, তিনি যে বিষয় তোমাদের নিকট নিয়া আসিয়াছিলেন, তোমরা সে বিষয়ে অনবরতই সন্দেহ করিতেছিলে, অতঃপর তিনি যখন মারা গেলেম তোমরা বলিতে লাগিলে আল্লাহতায়ালা আর কখনও কোন রছুল পাঠাইবেন না। এইভাবে আল্লাহতায়ালা সীমা লঙ্ঘনকারী সন্দিগ্ধ চিত্ত লোকদিগকে গোমরাহ করিয়া থাকেন।"

—মোমেন ৪ রুকু

অর্থাৎ কোরাণ এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে মানুষের মনের মধ্যে—

"আর কখনও নবী আসিবে না" এরূপ ধারণা যখন বদ্ধমূল হয় এবং যখন নবীর সংশ্রব হইতে দূরে সরিয়া পড়ার দরুণ তাহাদের আধ্যাত্মীকতার উচ্চ স্তর হইতে এত নীচে নামিয়া আসে যে আল্লাহ তায়ালার বাক্য লাভ করা তাহাদের ধারনার অতীত হইয়া পড়ে, কাহারও পক্ষে তাহাদেরই মত মানুষ হইয়া কি করিয়া নবী বা রসুল হইতে পারে ইহাকে তাহারা অসম্ভব মনে করে, আর পার্থিব নীচ স্বার্থের বেড়াজালে এমনভাবে আটকাইয়া পড়ে যে সেই জাল ছিন্ন করিয়া উর্দ্ধ জগতের দিকে তাকাইতে ও তাহারা সময় পায় না, এই জন্যই কোন নবীর সংশ্রবেও তাহারা আসিতে চায় না, অতীত নবীর শৃংখল ছিন্ন করিয়াছে, নূতন শৃংখল আর তাহারা পরিতে চায় না তাই বলিতে থাকে—

"আল্লাহ তায়ালা আর কখনও কোন নবী পাঠাইবেন না, এই ভাবেই আল্লাহতালা সীমা লঙ্ঘন কারী সন্দিগ্ধচিত্ত লোকদিগকে গুমরাহ করিয়া থাকেন।"

অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় পতিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে "এইরূপে আল্লাহতালা গুমরাহ করিয়া থাকেন" কথার অর্থ গুমরাহ হইলেই লোকে এরূপ কথা বলিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় আজকাল মুসলমান সমাজের অবস্থাও ঠিক এই রকম হইয়াছে।

"আল্লাহতায়ালা আর কোন নবী পাঠাইবেন না"

এই পুরাতন ভ্রান্ত ধারণা তাহাদের খেয়ালাফতের মধ্যে এমন ব্যাপক ভাবে শীকড় বাঁধিয়াছে যে আর কখনও কোন নবী আঁ হজরত ছাঃ এর উম্মতি হইয়া হইলেও আসিতে পারে এমন কথা ভাবিতেও তাহাদের গা শিহরিয়া উঠে। দাজ্জাল আসিতে পারে কোন বাধা নাই, তাহারা ইহুদী সদৃশ্য হইবে ইহাতেও কোন আসে যায় না, আল্লাহর অভিশাপে গজবে নিপতিত হইতেও তাহারা যেন রাজী, কিন্তু কোন নবী আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে এই কথা স্বীকার করিতে তাহারা রাজী নহে।

এই কথাই আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত আয়াতে বুঝাইয়াছেন "এইরূপে আল্লাহ সন্দিগ্ধ চিত্ত সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে গুমরাহ করিয়া থাকেন" এই কথা দ্বারা। দিক ভ্রম হইলে যেমন সূর্য্যই যেন ভুল করিয়া বিপরীত দিকে উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় আধ্যাত্মিক সূর্যোদয়ের বেলায় বারে বারেই মানুষের এই রকম দিক্ ভ্রম হইয়াছে। এই জন্যই আল্লাহতালা আফছোছ করিয়া বলিয়াছেন—

"হায় আফছোছ! আমার বান্দাদের জন্য কোন রসুল তাহাদের কাছে আসে নাই যাহার সম্বন্ধে তাহারা হাসি বিদ্রোপ না করিয়াছে।"

—ইয়াসিন

ইহার পর "আল্লাহ আর কখনও কোন নবী পাঠাইবেন না"

এই কথা যে কাফেরদেরই কথা ইহা কোরাণে পাঠ করিয়াও যাহারা কাফেরদের এই কথার প্রতিধ্বনি করে, ইহা দেখিয়াও যাহাদের দিক ভ্রম হয়, যাহারা জানিয়াও বুঝেনা, দেখিয়াও শিখে না তাহাদের চেয়ে বড় আফছোছের পা আর কি হইতে পারে।

এক দিক দিয়া মুসলমান এই বিশ্বাসও পোষণ করেন, যে ইমাম মাহদী মসিহে মাওদ আঃ এর আখেরী জমানায় আবির্ভাব হইবে, তিনি আল্লার তরফ হইতেই প্রেরিত হইয়া আসিবেন, ভোট দিয়া কাহাকেও ইমাম মাহদী করা হইবে না, এক দিক দিয়া এই কথাগুলি বিশ্বাস করিয়াও অপর দিকে বলেন

"তাঁহার পর আল্লাহ আর কোন রসুল পাঠাইবেন না" (২)

এই কথা কোরাণে পাঠ করিয়াও আজকাল মুসলমানগণ কাফেরদের এই কথায় প্রতিধ্বনি করিতেছে, তাহাদের মনে একটুও দ্বিধা বা সংকোচ আসিতেছে না আশ্চর্য্য।

যে সমস্ত কারণে আল্লাহ তালা নবী পাঠাইয়া আসিতেছেন, যে সমস্ত মহান উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য নবী রসুলগণের আবির্ভাব হইয়াছে, ঐ সমস্ত কারণগুলিই যদি তাঁ হজরত ছাঃ এর উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, সেই মহান উদ্দেশ্যগুলিও যদি তাঁ হজরত ছাঃ এর উম্মতের জন্য প্রয়োজন থাকিয়া থাকে, তবে তাঁ হজরত ছাঃ এর উম্মতের মধ্যে কোন রসুল বা কোন নবী না আসার আকীদা কাফেরদেরই কথার প্রতিধ্বনি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমরা আল্লার পবিত্র কালাম কোরাণ মজিদ হইতে ঐ সমস্ত কারণগুলির কথা নিম্নে উল্লেখ করিব যে সমস্ত কারণে, আর যে মহান উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আল্লাহতালা যুগ যুগ ধরিয়া নবী বা রসুল পাঠাইয়া আসিতেছেন। আল্লাহ আমার সহায় হউন। আমিন।

প্রথম কারণ

"সমস্ত মানব একই পথের পথিক ছিল, ইতঃপর আল্লাহতালা পয়গম্বরদিগকে প্রেরণ করিলেন যাহারা শুভ সংবাদ শুনাইতেন এবং ভীতি প্রদর্শন করিতেন, আর তাহাদের সঙ্গে যথোচিত ভাবে গ্রন্থ অবতারণ করিলেন ঐ উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ মানুষের মধ্যে তাহাদের মতদ্বৈধতা সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দেন, আর এই গ্রন্থের মধ্যে আর কেহই মতভেদ করে নাই কিন্তু তাহারা যাহারা এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহার পর যে তাহাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ পৌছিয়াছিল পরস্পর বিদ্বেষের দরুণ, ইতঃপর আল্লাহতালা বিশ্বাসিদিগকে যে সত্য সম্বন্ধে তাহারা মতবিরোধ করিতেছিল স্বীয় অনুগ্রহে তাহা বলিয়া দিয়াছিল, আর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সোজা পথ বলিয়া দেন।" —তফছীরে আশরফীর বঙ্গানুবাদ হইতে

এই আয়াতে আল্লাহতালা সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়া দিয়াছেন যে মানুষের মধ্যে যখন "মাজহাবী" মত বিরোধ উপস্থিত হয় আর ধর্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়ার পর, উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ দর্শন করার পর পরস্পর বিদ্বেষের দরুণ তাহারা মতভেদ করিতে থাকে, এই মতভেদের মিমাংসা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তালা পয়গম্বরদিগকে পাঠাইয়া থাকেন। উপরোক্ত আয়াতে এই কথাও বলা হইয়াছে যে ধর্মগ্রন্থে মতভেদ করে তাহারাই যাহারা এই কিতাব প্রাপ্ত হইয়াছে—শিক্ষিত বুদ্ধিমান মৌলবী মৌলানাগণ।

হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ এর উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ যে জঘন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহা দেখিলে গা কাঁটা দিয়া উঠে শরীর শিহরিয়া উঠে। একদল অপর একদলকে কাফের ও আক্‌ফর্‌ বলিতেছে তাহাদের কাফের হওয়া সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিলে সেও কাফের হইয়া যাইবে এই রকম বহু ফাত্‌ওয়া পরস্পরে বিরুদ্ধ প্রচার করা হইয়াছে। আজ সর্বসাধারণ মুসলমানদের জন্য প্রকৃত ইসলাম যে কি আর কোথায় গেল যে প্রকৃত ইসলামের সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহা বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে! ওলামায়ে দেওবন্দের দিকে রওয়ানা হইলে বেরেলীর আওয়াজ আসিয়া কানে পৌছিবে কোথায় যাইতেছ কাফের হইতে, আর বেরেলীর দিকে রওয়ানা হইলে দেওবন্দ হইতে আরও কর্কস কণ্ঠের আওয়াজ শুনা যাইবে কোথায় যাইতেছ কুফর গড়ে। এইরূপ ইসলামের পুণ্য ভূমি মক্কায় গিয়াও নিস্তার নাই, শরীফের দল ইবনে সাউদের দলের বিরুদ্ধে ও ইবনে সাউদের দল শরীফের দলের বিরুদ্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবে।

মুসলমানদের জাতীয় শৃংখলার জন্য আল্লাহতালা খেলাফতের বিধান দান করিয়া উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে এক নেতৃত্বাধীনে কেন্দ্রীয়ভূত করিয়াছিলেন, আজ তথাকথিত উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বিদ্বান ও বুদ্ধিমানগণ খেলাফতকে উড়াইয়া দিয়াছেন, এখন উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সর্বসাধারণ নিরীহ জনগণের জন্য প্রকৃত ইসলাম কোথায় আছে উপলব্ধি করাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপ মতভেদের নিরাকরণই নবীগণের আগমণের এক উদ্দেশ্য বলিয়া উপরোক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে, অতএব এই উদ্দেশ্য বিদ্যমান হইয়া উম্মতে মোহাম্মদিয়াতেও নবীর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

যে মহান উদ্দেশ্যে অতীতযুগে আল্লাহতালা পয়গম্বরগণকে পাঠাইতেন সেই মহান উদ্দেশ্য উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন আল্লাহতালা কোন নবী পাঠাইবেন না তাহা বুদ্ধির অগম্য। তবে আল্লাহতালা কি কোরাণ শরীফে এই কথাগুলি শুধু কেচ্ছা শুনাইবার জন্য বর্ণনা করিয়াছেন, না মুসলমানদের অনুরোপ অবস্থা হইলেও "হাকমান্ আদলান্" ন্যায় বিচারক মিমাংশাকারীরূপে নবী পাঠাইবার অভয় বাণী দান করিয়াছেন নিজের কালামে এই পূত পবিত্র নীতি বর্ণনা করিয়া তাহা পাঠককে একটু বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম কারণ

আল্লাহ বলিতেছেন—

"তিনি যিনি নিরক্ষর আরবদের মধ্যে এক রসুল তাহাদেরই মধ্য হইতে পাঠাইয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে আল্লার নিদর্শন সমূহ পাঠ করিয়া শুনান এবং তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধি করেন এবং ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেন, এবং যুক্তি শিক্ষা দেন, যদিও তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিল ইতিপূর্বে। পরবর্ত্তী আর একদল লোকের কাছে যাহারা এখনও ইহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই (এই রসুলকে পাঠাইবেন)।

—সুরা জুমুআ ১ রুকু

এই আয়াতে আল্লাহতালা তাঁ হজরত ছাঃকে পাঠানের ৪টি কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন:— (১) আল্লার নিদর্শন বর্ণনা করিয়া ইমানকে দৃঢ় করা। যখনই ইমান কমজোর হয় তখনই ইমানকে মজবুত করিবার প্রয়োজন হয়, আল্লাহতালা নবী পাঠাইয়া ইমানকে মজবুত ও দৃঢ় করেন। (২) চিত্তশুদ্ধি করা, যখনই মানুষের নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়ে, তখন আল্লাহতালা রসুল বা নবী পাঠাইয়া নবীর আদর্শ চরিত্র দ্বারা মানব চরিত্রের কলুষ দূর করিবার সুযোগ প্রদান করেন। এই আদর্শ চরিত্রের অনুকরণে এক পূত পবিত্র আদর্শ চরিত্র ও আদর্শ চরিত্র জমাতের গঠন হয়, নবীর আবির্ভাবে মানবের চিত্তশুদ্ধির সুপ্ত আকাংখা জাগরিত হইয়া উঠে এবং ইহাও নবী পাঠানের এক কারণ।

(৩) ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া। বস্তুতঃ ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা যখন দুনিয়া হইতে উঠিয়া যায় মানব মস্তিক প্রসূত শিক্ষা ধর্মের শিক্ষার প্রবিষ্ট হইয়া

যখন নানা মুনির নানা মত হয়, তখন ধর্ম্মের প্রকৃত বিধি ব্যবস্থা প্রচলন করিবার জন্য, অথবা ধর্ম্মের মধ্যে যখন ব্যাখ্যা বিভ্রাট উপস্থিত হয় তখন ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিবার জন্য নবী বা রসুল আগমণ করিয়া থাকেন।

নবী বা রসুল কখনও নূতন ধর্ম্ম ও নূতন বিধি ব্যবস্থা নিয়া আগমণ করেন, যেমন হজরত মুসা ও আঃ হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা ছাঃ; আর কখনও পূর্ব্ববর্ত্তি ধর্ম্মের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা দান করিতে ও কার্য্যত প্রচলন করিতে আগমণ করেন, এই শেষোক্ত প্রকারের নবীর কথা কোরাণে উল্লেখ আছে—

"আমরা নিশ্চয় তৌরাৎ অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে উপদেশ ও আলো রহিয়াছে, ইহা দ্বারাই নবীগণ আদেশ করিতেন।"

—সুরা মায়দা রুকু ৬

অতএব আলোচ্য আয়াতে নবী আগমণের যে কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে—ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া—তাহা দুই ভাবেই হয় কখনও নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া, আর কখনও পুরাতন ধর্ম্ম প্রচলন করিয়া। পূর্ণ মানব ধর্ম্ম ইসলাম আসিয়া যাওয়াতে আর নূতন কোন ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের আমল উঠিয়া গেলে ও ব্যাখ্যা বিভ্রাট উপস্থিত হইলেও যে নবীগণের আবির্ভাব হয়, তৌরাতের অধীন নবীগণের কথায় আল্লাহতালা সেই কথাই বুঝাইয়াছেন। অতএব ব্যাখ্যা বিভ্রাট ও আমল উঠিয়া গেলে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যেও নবীর আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা কোন যুক্তিশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে না। তবে ইহা ভাবিবার বিষয় বটে, যে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে কিনা?

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে তাঁ হজরত ছাঃ এর উম্মতের মধ্যে অনুরোপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে না বলিয়া আমরা কোথাও পাই না বরং তাঁ হজরত ছাঃ ভবিষ্যত বাণী করিয়া গিয়াছেন যে মুসলমান জাতির অবস্থা অবিকল ইহুদীদের মত হইবে, ইহুদী জাতি যদি ৭২ দলে বিভক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে মুসলমানগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে।" একটি সংঘবদ্ধ দল ব্যতীত সকল দলই দুজখে যাইবে।

"ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না আর কোরাণের কতকগুলি রসুমাতে ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না মসজিদগুলি খুব আবাদ হইবে কিন্তু উহাতে ধর্ম্ম ভাব থাকিবে না, তখনকার আলেমগণ আকাশের নিম্নে সকল হইতে নিকৃষ্টতম হইবে তাহাদেরই মধ্য হইতে ঝগড়ার উৎপত্তি হইবে, এবং তাহাদেরই মধ্য হইতে ঝগড়া ফিরিয়া আসিবে।" —মিশকাত

"তোমরা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণ করিবে বিগতে বিগতে গজে গজে তাহারা যদি গুইলের গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তোমরাও তাহাই করিবে।" —মুসলিম

এই হাদীসগুলি এবং এই মর্ম্মের আরও বহু হাদীস আছে, যাহা পাঠ করিয়া কেহই বলিতে পারে না যে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে ঐ সমস্ত

[৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

চিঠি-পত্র

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

আচ্ছালামু আলায়কুম,

বাদ আরজ এই যে, জগত ও এছলামের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, বাল্যকাল হইতে প্রবীন, মুরব্বী ও পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট শ্রুত "লোকের ঈমান নষ্ট এছলাম ধ্বংশকারী" পূর্ণ মাত্রায় আবির্ভাব হইয়াছে। আমার আরও বিশ্বাস প্রবাদ বাক্যের উল্লেখিত ইয়াজুজ মাজুজ ও দাজ্জালাদির নিপাতকারী এছলামের ত্রাণকর্ত্তা বিশ্ববিজয়ী ইমাম মেহদী ও ঈছা নবীরও শুভা গমণ হইয়াছে। কিন্তু ইমানের দুর্ব্বলতা বশতঃ আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিতেছি না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক ঈমানদার মুছলমানের কর্ত্তব্য বিশেষ অনুসন্ধানে পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে চিনিয়া মোজাহেদ রূপে তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করতঃ বিশ্ব বক্ষে পুনরায় এছলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করা। এই কথা প্রকাশ করায় আমি স্থানীয় আলেম ও মোল্লা সমাজের বহুবিধ প্রশ্নের তলে পতিত হইয়াছি। এবং এছলামের ঐ সমস্ত শত্রু ও মিত্রদ্বয়ের শাস্ত্রানুমোদিত পরিচয় দিবার দায়ে পতিত হইয়াছি। নিজ বিবেক মত শত্রুদের পরিচয় দিয়া তৎপর বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার বিপক্ষে সামান্য নজীর পেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি কিন্তু বিশ্ববাসী মুছলিমের ত্রাণকর্ত্তা ইমাম মেহ্দী ও ঈছা আলায়হেচ্ছালামের আগমণ সম্বন্ধে শাস্ত্র সঙ্গত পরিচয় প্রদর্শন করা আমার মত লোকের পক্ষে কঠিন। আমার আনুমানিক ও নিজ কল্পিত বানী সত্য হইলেও তাহার সঙ্গে কোরাণ হাদীছের মিল আছে কি না তাহাও আমার অজ্ঞাত। সুতরাং আমি তাহার কোন প্রমাণ পেশ করিতে পারিতেছিনা। যদি কোন শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ পেশ করিতে না পারি তাহা হইলে আমার কথা প্রত্যাহারপূর্ব্বক স্থানীয় মোল্লা সমাজের চাপে পড়িয়া তাহাদের প্রদর্শিত "আমার মতে স্বার্থান্বেষী পীর পূজা করিতে হইতেছে।

এমতাবস্থায় আমি কোন লোকের সাহায্য পাই নাই, কিন্তু জনৈক শিক্ষিত চাকুরীজিবী বিদেশী ভদ্র লোক আমাকে আপনাদের ঠিকানা দিয়া বলিয়াছেন যে আপনার অনুমানিক ও প্রকাশিত বিষয় সত্য। যদি কোরাণ হাদীছ দ্বারা উহা প্রমাণ করিতে হয় তাহা হইলে উক্ত ঠিকানায় লিখিবেন "আপনার মতের ভুরি ভুরি সমর্থনীয় কাগজ পত্র পাইবেন। আমার বিশেষ অনুরোধ আমার মতের অনুকূলে যদি কোন দলিলপত্র থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাহা জন সমাজে প্রচার করিব এবং আমার আনুমানিক বর্ণনা যে সত্য তজ্জন্য খোদাকে শত সহস্র ধন্যবাদ অন্তে নিজ গৌরব অনুভব করিব। ইতি—

বিনীত খাকছার—
মোহাম্মদ মেহের আলী মিঞা
গ্রাম, ভরবরুঙ্গি, পোঃ কাজিপুর, পাবনা।

কারণগুলি বিদ্যমান নাই, কিংবা বিদ্যমান হইবার আশংকা নাই, যে সমস্ত কারণে নবী বা রসুলগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যদি নবী বা রসুলগণের আগমনের কারণগুলি উম্মতে মোহাম্মদিয়াতে বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, কিংবা বিদ্যমান হইবার কথা স্বয়ং আঁ হজরত ছাঃ বলিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে—"আর কখনও আল্লাহতালা তাঁহার পর কোন রসুল পাঠাইবেন না।" বলিয়া কাফেরদেরই কথার প্রতিধ্বনি করা মুসলমানদের শোভা পায় না।

(৪) ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষার বিজ্ঞানিক তাৎপর্য্য শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। বস্তুতঃ ধর্ম্মকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে ধর্ম্মের সত্যতার কোন মানেই হয় না। ধর্ম্ম যখন সরল সহজ বোধ্য যুক্তির পথ ছাড়িয়া, পৈত্রিক মিরাসী সূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি জড় পদার্থের মত হইয়া পড়ে, যখন—বাপ দাদাদের আমল হইতে এই রকম চলিয়া আসিয়াছে—এই কথা ছাড়া ধর্ম্মের সত্যতার আর কোন উপলব্ধি থাকে না, তখন ধর্ম্মের কতকগুলি শুষ্ক আচার এবং অনুষ্ঠান ছাড়া ধর্ম্মের আর কোন প্রভাবই মানুষের জীবনে থাকে না। তখন নামাজ পড়িয়াও লোকে মিথ্যা কথা বলিতে পারে, রোজা রাখিয়াও লোককে ঠকাইতে পারে এবং হজ্ব করিয়াও জাল জুওয়া চুরি করিতে পারে। শুধু কতকগুলি অনুষ্ঠান—বাপ দাদাদের কাল থেকে চলিয়া আসা অন্ধবিশ্বাস—ও আচার পদ্ধতিই যদি সত্য ধর্ম্ম হয় তাহা হইল পৌত্তলিকতা ত্রিত্ববাদিতা ও তৌহিদের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। তাই যখনই 'হেকমাত' বা যুক্তির অভাবে ধর্ম্ম জগতের এ হেন অবস্থা হয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধি উঠিয়া যায়, তখনই প্রকৃত সত্য ধর্ম্মকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করাও নবীদের আগমণের এক উদ্দেশ্য, এবং এই কথাই আল্লাহতালা 'হেকমত' অর্থাৎ "যুক্তি শিক্ষা দেন" কথার মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ :—

"আর একদল লোকের কাছে যাহারা এখনও ইহাদের (আরবদের) সঙ্গে মিলিত হয় নাই।"

কথার মধ্যে আঁ হজরত ছাঃ এর পুনরাগমনের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়! অর্থাৎ উম্মিদের মধ্যে পাঠাইয়াছেন আর পরবর্ত্তিদের মধ্যে পাঠাইবেন, এই আয়াত যখন নাজিল হইতেছিল তখন হজরত আবু হুরাইরা রাঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে একদিন আমরা রসুলুল্লাহ ছাঃ সাথে বসা ছিলাম, তখন সুরা জুময়া নাজিল হইতেছিল "পরবর্ত্তীগণের মধ্যে যাহারা এখনও ইহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই।" এই কথার উপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লার রসুল! এই পরবর্ত্তীগণ কাহারা; আঁ হজরত ছাঃ কোনই উত্তর দিলেন না, তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর উত্তর করিলেন—তখন ছালমান ফারসী আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, আঁ হজরত ছাঃ ছালমান ফারসীর উপর হাত রাখিয়া বলিলেন "ইমান যদি ছড়াইয়া নক্ষত্রেও উঠিয়া যায় ইহাদের মধ্য হইতে এক বা কতিপয় লোক ইমানকে নামাইয়া আনিবে!" —বুখারী

অর্থাৎ তখন যাহারা ইমান আনিবে তাহারাই পরবর্ত্তিগণ যাহাদের নিকট আল্লাহতালা আঁ হজরত ছাঃকে পুনঃ পাঠাইবেন যেমন উম্মীদের মধ্যে পাঠাইয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন। ছালমান ফারসীর উপর হাত রাখিয়া ইহাদের মধ্য হইতে "এক বা কতিপয় লোক আসমান হইতে ইমানকে নামাইয়া আনিবে।" বলাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে সেই পারস্য বংশোদ্ভোত লোকের আগমণকেই আঁ হজরত ছাঃ নিজের আগমণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ কোরাণের শিক্ষা অনুসারে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও পুনরাগমণ সশরীরে হয় না, মরিয়া গিয়া ফিরিয়া আসা কোরাণের শিক্ষার বিপরীত; সুতরাং আঁ হজরত ছাঃ এর পুনরাগমণ বরোজী বা জিল্লিরূপেই হইতে পারে, অর্থাৎ এমন একজন মহাপুরুষের আগমণ হইবে যিনি আঁ হজরম ছাঃ এরই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ হইবেন, তাঁহার আবির্ভাব আঁ হজরত ছাঃ এর আবির্ভাবের ও তাঁহার আহ্বান আঁ হজরত ছাঃ এর আহ্বানেরই প্রতিধ্বনি হইবে।

সেখুল কুল মুহিউদ্দিন ইবনে আরবীর শারহে ফছোছুল হেকাম কিতাবে বলা হইয়াছে—

"আখেরী জমানায় যে মাহদী আসিবেন তিনি শরীয়তের আদেশা-দিতে মোহাম্মদ ছাঃ এর তাবেদার হইবেন, আর জ্ঞান, তত্বজ্ঞান ইত্যাদিতে সমস্ত নবী ও আওলিয়াগণ তাঁহার তাবেদার হইবেন.....কেন না তাঁহার অভ্যন্তর মোহাম্মদ মুস্তফা ছাঃর-ই অভ্যন্তর এবং এই জন্য তাঁহাকে আঁ হজরত ছাঃ এরই সৌন্দর্য্যের এক বিকাশ বলা হইয়াছে, আর আঁ হজরত ছাঃ বলিয়াছেন যে "তাঁহার নাম আমার নাম একই হইবে" এই কথারও এই তাৎপর্য্য।"

শরেহ ফছোছুল হেকাম পৃঃ ৩৫

অর্থাৎ বাতেনী ভাবে আঁ হজরত ছাঃ এরই পূর্ণ স্বরূপ ইমাম মাহদী আঃ। এবং এই জন্যই তাহারই আবির্ভাবকে আঁ হজরত ছাঃ এর আবির্ভাব বলা হইয়াছে। অতএব সুরা জুময়ার "পরবর্ত্তিগণের মধ্যে" রসুলুল্লাহ ছাঃ এর পুনরাগমনের যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহাতে ইমাম মাহদী আঃ এর আগমণের কথাই বলা হইয়াছে, কারণ ইমাম মাহদী আঃ এর আবির্ভাব আঁ হজরত ছাঃ এর আবির্ভাবেরই প্রতিধ্বনি। সুতরাং কোরাণ হাদীস ও অলিউল্লাহগণের বর্ণনায় আঁ হজরত ছাঃ এর পুনরাগমণের কথা থাকা স্বত্তেও কোরাণে উল্লেখিত কাফেরদের কথা—

"আল্লাহতালা আর কখনও কোন রছুল পাঠাইবেন না।"

—প্রতিধ্বনি করা মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ এর উম্মতের জন্য নিতান্তই অন্যায়। বস্তুতঃ দুনিয়া যে ভাবে জড়বাদিতার প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে যে ভাবে জলে স্থলে পাহাড়ে পর্ব্বতে, জঙ্গলে ময়দানে, হাটে মাঠে ঘাটে অসত্য ও মিথ্যাচারের বিপ্লব দেখা দিয়াছে।

'জলে স্থলে বিপ্লব দেখা দিয়াছে।'

তাহা দেখিয়া মনে হয় আবার যেন আঁ হজরতেরই যুগ ফিরিয়া আসিয়াছে

জলে স্থলে আকাশে বাতাসে যেন এই ধ্বনী ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যাহাদের কান আছে তাহারা শুনিতে পাইতেছে, তাই কবি গাহিয়াছে—

"হে রসুল এস ফিরে" এই আয়াতে উল্লিখিত ৪টি কারণ ১ম কারণ সহ ৫টি কারণ বর্ণনা হইল।

৬ষ্ঠ কারণ

আল্লাহতালা বলিতেছেন :—

"হে আহলে কিতাব তোমাদের কাছে আমাদের রসুল আসিয়াছেন সুস্পষ্ট সত্য বর্ণনা করিতে এই রকম সময় যখন রসুলগণের আগমন বন্ধ ছিল, যেন তোমরা বলিতে না পার যে আমাদের কাছে সুসংবাদ দাতা ও সাবধানকারী (রসুল) আসে নাই। অতএব তোমাদের কাছে সুসংবাদ দাতা সাবধানকারী (রসুল) আসিল; এবং আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে পূর্ণ শক্তিশালী।" —মায়দ রকু—৩

এই আয়াতে আল্লাহতালা কিছুদিন রসুলগণের আগমন বন্ধ থাকিলেই যে আর এক রসুলের আগমনের কারণ হয় তাহাই সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন, এবং কিছুদিন রসুলগণের আগমণ বন্ধ থাকিলে লোকে যে আপত্তি করিতে পারে এই আপত্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন, এবং রসুল পাঠাইয়া সেই আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু মুসলমান জাতির মধ্যে দীর্ঘ দিন রসুলের আগমণ বন্ধ থাকার দরুণ মুসলমানগণ গুমরাহ হইলেও আর মুসলমান জাতি ইহুদীদের চেয়ে অধিকতর আল্লার গজবে পড়িয়া "মাগজুব আলাইহীম" হইবার আশংকা থাকিলেও তাহাদের উদ্ধারের জন্য আর রসুল আসিবে না মনে করিলে জগতের শ্রেষ্ঠতম নবীর শ্রেষ্ঠতম উম্মতের প্রতি করুণাময় আল্লাহতালাকে বড় কঠোর ও নির্দয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। "নাউজুবিল্লাহ" আল্লাহতালা কেন শ্রেষ্ঠতম নবীর শ্রেষ্ঠতম উম্মতকে উৎকৃষ্টতম রহমত—নবুওয়ত হইতে চীরকালের জন্য বঞ্চিত করিলেন ও তাহাদের জন্য কঠোরতম শাস্তি ও হীনতম অভিশাপের ব্যবস্থা করিলেন এই আপত্তির কি সদোত্তর থাকিতে পারে আমরা চিন্তাশীল ও বিবেক শীল পাঠককে বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

এই মর্ম্মের আরও বহু আয়াত কোরাণ শরীফে বিদ্যমান আছে, নিম্নে মাত্র একটি উদ্ধৃত করা গেল।

"প্রবল দয়াময় আল্লাহতালার তরফ হইতে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে, এই জন্য যে তুমি সাবধান করিবে সেই জাতিকে যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে সাবধান করা হয় নাই ফলে তাহারা গাফিল (ধর্ম্মে উদাসীন) হইয়া পড়িয়াছে।" —সুরাইয়াছিন রকু ১

এই আয়াতে ও আল্লাহতালা বহুদিন পর্য্যন্ত রসুল না আসিলে আল্লার কালাম নাজিল হইয়া আজাবের ভয় প্রদর্শন না করিলে মানুষ যখন গাফিল অর্থাৎ ধর্ম্মে উদাসীন হইয়া পড়ে, ধর্ম্মের প্রতি যখন মানুষের মনযোগ থাকে না, তখন ধর্ম্মে উদাসীন মানব মণ্ডলীকে আজাব পাঠাইয়া ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে আল্লাহতালা নবী পাঠাইয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া থাকেন, এবং এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহতায়ালা তাঁ হজরত ছাঃকে পাঠাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় ধর্ম্মে উদাসীনতা দূর করিয়া সাবধান করা রসুল পাঠানের এক উদ্দেশ্য। এই জন্যই আল্লাহতালা কিছুদিন পর্য্যন্ত রসুল না আসিলে মানুষ যখন 'গাফিল' হইয়া পড়ে তখন আল্লাহতালা মানুষের গাফিলতি দূর করিবার জন্য আর এক রসুল পাঠাইয়া থাকেন এবং এই নীতি অনুসারে বহু রসুল পাঠাইয়াছেন এবং এই কারণ উপস্থিত হইলে আরও রসুল পাঠাইবেন ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

[ক্রমশঃ]

জগতের ভবিষ্যৎ

হজরত মোহাম্মদ ছাঃ এর বানী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩১। হুযায়ফা বলিয়াছেন, লোকে রসুলুল্লাহ ছাঃকে ভবিষ্যতের মঙ্গল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত, আর আমি অমঙ্গল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতাম, এই ভয়ে যে আমাকে কোন অমঙ্গলে না পাইয়া বসে, তিনি বলিলেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লার রসুল, আমরা'ত মুর্খতা ও অমঙ্গলের মধ্যে ছিলাম পরে আল্লাহ আমাদিগকে এই মঙ্গল (ইসলাম) আনিয়াদিলেন, এই মঙ্গলের পর কি আরও অমঙ্গল আছে? হজরত বলিলেন হাঁ আছে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সেই অমঙ্গলের পর কি আরও মঙ্গল আছে? হজরত বলিলেন হাঁ আছে কিন্তু উহাতে ধুম্র থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাতে ধুম্র অর্থে কি বুঝায়? হজরত বলিলেন এই রকম জাতি হইবে যাহারা আমার রিতীনীতি ছাড়িয়া অন্য রিতীনীতিতে চলিবে, আমার প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলিবে, তাহাদের অনেক কাজ তোমরা চিনিতে পারিবে, অনেক কাজ তোমরা চিনিতে পারিবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এরূপ মঙ্গলের পর কি আরও অমঙ্গল আসিবে? হজরত বলিলেন হাঁ আসিবে, জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীগণ যাহারা তাহাদের কথা শুনিবে তাহাদিগকে জাহান্নামে ফেলিয়া দিবে, আমি বলিলাম হে আল্লার রসুল আমাদিগকে তাহাদের পরিচয় বর্ণনা করুন, হজরত বলিলেন তাহারা আমাদেরই মত চামড়ার মানুষ হইবে, তাহারা আমাদেরই ভাষায় কথাবলিবে, আমি বলিলাম তখন আমাকে কি করিতে বলেন, হজরত বলিলেন মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জমাত ও তাহাদের ইমামের সঙ্গে নিজে সংশ্লিষ্ট করিও। আমি বলিলাম যদি তখন মুসলমানদের কোন সংঘবদ্ধ জমাত না থাকে? হজরত বলিলেন তাহা হইলে এই রকম যাবতীয় দল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও, যদিও তোমাকে বৃক্ষ শীকড় কামড়াইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। —মিশকাত

৩২। উমার ইবনে আউফ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন দীন শুরু সংখ্যক দেশত্যাগী লোক দিয়া আরম্ভ হইয়াছে, যেভাবে আরম্ভ হইয়াছে সেই অবস্থায় আবার ফিরিয়া আসিবে, ঐ সমস্ত স্বল্প সংখ্যক দেশ ত্যাগী লোকদিগকে ধন্যবাদ, যাহারা আমার পরবর্ত্তীকালে লোকে যখন আমার সুন্নত বিগড়াইয়া ফেলিবে তখন সংশোধন করিবে। —মিশকাত

৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে হারেস হইতে; রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন পূর্ব্বদেশ হইতে একদল লোক বাহির হইবে যাহারা মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিবে। —ইবনে মাজা

৩৪। জাফর তাঁহার পিতা এবং তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছে তোমরা সন্তুষ্ট হও সন্তুষ্ট হও, আমার

উম্মতের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মত, বলা যায় না তাহার প্রথম দিকটা ভাল হইবে কি শেষের দিকটা, কিংবা একটি বাগানের মত যাহা হইতে এক দল সৈন্যকে এক বৎসর খাইতে দেওয়া হইয়াছে, তারপর অন্য এক দল সৈন্যকে আর এক বৎসর খাইতে দেওয়া হইয়াছে হইতে পারে শেষের দল অধিকতর বিস্তৃত অধিকতর গভীর অধিকতর সুন্দর হইবে। কি করিয়া সেই জাতি ধ্বংস হইবে যাহার প্রথম দিক দিয়া আমি" আর মধ্যে ভাগে মাহদী আর শেষ ভাগে ম..হ। কিন্তু ইহার মধ্যবর্ত্তী কালে বক্রগামী দল হইবে তাহাদের আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। —মিশকাত

৩৫। আনছ হইতে; রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন আমার উম্মত বৃষ্টিপাতের মত বলা যায় না যে উহার প্রথম দিকটা ভাল হইবে কি শেষের দিকটা। —মিশকাত

৩৬। আবু হুরায়রা হইতে; রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন কেমন হইবে তোমাদের অবস্থা যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম নাজিল হইয়া তোমাদের ইমাম হইবেন। —মুসলিম বাব নজুলে ঈসা ইবনে মরিয়ম

৩৭। আবু হুরায়রা হইতে রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন কেমন হইবে তোমাদের অবস্থা যখন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মরিয়ম নাজিল হইবেন যিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইবেন।

৩৮। আবু হুরায়রা হইতে; রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন নিশ্চয়ই ইবনে মরিয়ম সুবিচারক মিমাংশাকারী হইয়া নাজেল হইবেন, ক্রশ ধ্বংশ করিবেন, শুকর বধ করিবেন, জেজিয়া উঠাইয়া দিবেন এবং উঠ পরিত্যাক্ত হইবে, দ্রুত গমনের জন্য কেহ উহাতে চড়িবে না, আর নিশ্চয়ই পরস্পরে শ..তা, ঈর্ষা, দ্বেষ তিরোহিত হইয়া যাইবে। তিনি অর্থের দিকে লোকদিগকে আহ্বান করিবেন কিন্তু কেহই উহা গ্রহণ করিবে না।

—মুসলিম বাব নজুলি ঈসা ইবনে মরিয়ম

৩৯। আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে আমরা একদিন নবী ছাঃ এর কাছে বসা ছিলাম, তখন সুরা জুমুআ নাজিল হইয়াছিল "পরবর্ত্তি কালের আর একদল লোক যাহারা এখনও ইহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই।" এই প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কাহারা হে আল্লার রসুল! হজরত কোন উত্তর দিলেন না এমন কি তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমাদের মধ্যে ছলমান ফারশী বিদ্যমান ছিলেন, হজরত তাহার উপ.. হাত রাখিলেন তৎপর বলিলেন ইমান যদি ছুরাইয়া নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্যেও চলিয়া যায় ইহাদের মধ্য হইতে কতিপয় লোক বা এক ব্যক্তি ইহার প্রতিষ্ঠা করিবে।"

—বুখারী কিতাবুত্তফছীর সুরা জুমুআ

৪০। "জাবের রাঃ বলিয়াছেন নবী করিম ছাঃকে বলিতে শুনিয়াছি তিনি মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে বলিতেন তোমরা সেই নির্দ্ধারিত সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, উহার জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে এবং আমি আল্লার নামে কছম খাইয়া বলিতেছি, এই পৃথিবীতে কোন শ্বাস প্রশ্বাসধারী জীব নাই যে একশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে।" অর্থাৎ এই পৃথিবীবাসী দের কেহই যাহারা আজ জীবিত আছে একশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে না।"

———

ইসলামে নবুওত

[১ম পৃষ্ঠার পর]

অষ্টম শতাব্দীতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন এবং দশম হিজরীতে রবিউল আউয়াল মঙ্গলবার তিনি পরলোক গমন করেন (ঐ ২য় খণ্ড ১৬২ পৃঃ)। এইক্ষণ খাতামান নবীয়ীনের অর্থ যদি তাঁ হজরতের পর আর কোনও প্রকার নবী হইবে না হইত তবে উপরোক্ত আয়াত নাজেল হইবার অন্যূন পাঁচ বৎসরের পর এব্রাহিমের মৃত্যুর পস তাঁহার নবী হইবার কথা বলার কোন অর্থ হয় না। তাঁ হজরতের পর যদি কাহাকেও নবী হওয়া অসম্ভব হইত তবে "যদি বাচিতেন, তবুও নবী হইতেন না" বলা উচিত ছিল।

হজরত ইমাম মুল্লা আলী কারী সাহেব উপরুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন। অর্থাৎ খাতামান নবীয়ীনের অর্থ এই যে তাঁ হজরতের পর এমন কোন নবী আসিবেন না যিনি তাঁহার উম্মত হইবেন না এবং তাঁহার শরীয়তকে মনসুসুখ করিয়া দিবেন। তাঁ হজরত ছাঃ বলিয়াছেন 'হে চাচা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি যেমন খাতামুন্নবীয়ীন আপনি তদ্রুপ খাতামুল মহাজেরীন।" (কানজুল ওম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৭৮ পৃঃ)। আমি খাতামুল আম্বিয়া। আর হে আলী! তুমি খাতামুল আউলিয়া (তফছিরে ছাফি)। এইক্ষণ প্রশ্ন এই যে হজরত আব্বাসের এবং হজরত আলীর পর কি কোনও মহাজের বা আলি আল্লাহ হন নাই?

খাতাম শব্দের ব্যবহার

কোরাণ শরীফে "খাতাম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। খাতেম নহে খাতাম শব্দের অর্থ শীল বা মোহর বা আঙ্গুটি। খাতাম শব্দের আরবী ভাষায় যখন কোন বহুবচন বাচক বিশেষ্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় তখন উহার অর্থ—উৎকৃষ্টতম, শ্রেষ্ঠতম বুঝায় যথা—খাতামুশ্শোয়ারা শ্রেষ্ঠ কবি, খাতামুল ফুকাহা শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ, খাতামুল মুহাদ্দেসিন শ্রেষ্ঠ হাদীসজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ওলী, খাতামুল আওলিয়া, শ্রেষ্ঠ মোহাজের খাতামুল মুহাজেরীন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আরবী ভাষায় এমন উদাহরণ একটাও নাই যেখানে খাতাম শব্দের পর কোন বহুবচন বাচক বিশেষ্য পদ আছে এবং ঐ স্থানে খাতাম শব্দের অর্থ শেষ হইতে পারে!

তাঁ হজরতকে নবীগণের মোহর বলিতে কি বুঝায়? যাহারা তাহাকে শেষ নবী বলিতে চান তাহারা বলেন যে নবীগণের মোহর অর্থ সমস্ত নবীকে বন্ধ কারী, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে খাতাম শব্দের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ। কারণ বন্ধ করিবার জন্য শীল মোহর ব্যবহার করা হয় না। বন্ধ করা হয় গম বা আঠা দিয়া, কিন্তু সিপি বা কর্ক দিয়া শীল মোহর করার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কেহ যদি তাঁহার কতিপয় সন্তানের নামে কোনও সম্পত্তি দান করিতে যাইয়া সকলকে পৃথক পৃথক সময়ে পৃথক পৃথক দলীল সম্পাদান করিয়া দিয়া মাত্র একজনের দলীল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ঐ সম্পত্তির জন্য প্রত্যেকটি সন্তান আদালতে মোকদ্দমা আনয়ন করে তবে কি হাকীম সকল সন্তানকেই ডিগ্রী দান করিবেন—না শুধু ঐ সন্তানই ডিগ্রী পাইবে যাহার দলীল রেজিষ্ট্রারের শীল বা মোহর রহিয়াছে। অতএব

দেখা গেল যে শীল ও মোহরের উদ্দেশ্য জালীয়তের বিরুদ্ধে Safe guard অর্থাৎ প্রতিরোধক অর্থাৎ তদ্বারা তস্‌দীক করাই উদ্দেশ্য। সেইরূপ আঁ হজরত (সঃ)ও সকল নবীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ অর্থাৎ মোসাদ্দেক ছিলেন। আর যদি আঁ হজরত (সঃ) তসদিক না করিতেন তবে অন্যান্য নবীর সত্যতার প্রমাণ আমাদিগের নিকট কি ছিল? আঁ হজরত (সঃ) ভিন্ন কোনও নবীর সত্যতার প্রমাণ হয় না। এইরূপ খাতাম শব্দের অর্থ আঙ্গুটি গ্রহণ করা হইলে বলা যাইতে পারে, আঁ হজরত (সঃ)কে নবীদিগের আঙ্গুটি, আঙ্গুটি যেমন আঙ্গুলটিকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া রাখে ও তাহার শোভা বর্দ্ধন করে তেমনি আঁ হজরত (সঃ) এর শিক্ষা চারিদিক দিয়া অন্যান্য সকল নবীর শিক্ষাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছে।

—দ্রষ্টব্য (তফছীর ফাতহুল বয়ান, ৭ম খণ্ড, ২১১ পৃঃ)।

গায়ের আহমদী ওলামাগণ নবুয়তের দরজা বন্ধ হইবার প্রমাণ স্বরূপ আর একটি দলিল হাদীছ হইতে পেশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ লানবীয়া বাদী —(মিশকাত)

আমার পর নবী নাই। ইহা একটি পূর্ণ হাদীছ নহে, ইহা দ্বারা যে প্রমাণ পেশ করা হয়, পূর্ণ হাদীছটি আলোচনা করিলে তাহা সাব্যস্থ হয় না। (মিশকাত পৃঃ) এই পূর্ণ হাদীছটি লিখিত আছে। রছুলুল্লাহ (সঃ) হজরত আলী কাররামাউল্লাহ (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন যে মুসার (আঃ) নিকট হারুন (আঃ)র যে স্থান আমার নিকট তোমারও সেই স্থান তবে আমার পর নবী নাই। "তাব্বাকাতে কবীর" ৫ম খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠায় এই হাদীছ অন্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে যথা—আঁ হজরত (সঃ) বলিয়াছিলেন হে আলী তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে মুসার নিকট যেমন হারুন ছিলেন, আমার নিকট তেমনি তুমি, প্রভেদ মাত্র এই যে তুমি নবী নহ।

তবুক যুদ্ধে যাইবার সময় হজরত আলী (রাঃ)কে মদিনায় রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে লওয়া হইল না বলিয়া হজরত আলী খেদ প্রকাশ করিলে আঁ হজরত (রাঃ) তাঁহাকে সান্তনা দিবার জন্য কহিয়াছিলেন যে 'হে আলী! তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে হারুন যেমন মুসার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতেন তদ্রূপ তুমিও আমার প্রতিনিধিরূপে কাজ করিবে। হজরতের এই উক্তি হইতে পাছে পাছে লোকের মনে সন্দেহ জন্মাইতে পারে যে হজরত আলী হজরত হারুণের ন্যায় নবী ছিলেন এই কারণে 'লানবীয়াবাদী' বা "গায়রো আন্নাকা লাস্‌তা নবীয়ান" বলা হইয়াছে। এই কথা বলার উদ্দেশ্য মাত্র এইটুকু যে মুসার অনুপস্থিতিতে হারুন যেরূপ নবী ও খলিফা দুইই ছিলেন কিন্তু হজরত আলী (রাঃ) হজরতের অনুপস্থিতিতে খলিফা ছিলেন, নবী ছিলেন না। সুতরাং প্রমাণীত হইল যে 'বাদী' অর্থ আঁ হজরতের (সঃ) ওফাতের পর বুঝায় না বরং তাঁহার সাময়িক অনুপস্থিত কাল বুঝায়, কারণ হারুণের মৃত্যু হজরত মুসার পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। 'বাদী' শব্দ আরবী ভাষায় বিরুদ্ধে অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে যেমন—"আল্লাহ ও তাঁহার আয়াতের "বাদ" তাহারা কোন কথার উপর ঈমান আনিবে"? —জাছিয়া ১ রুকু

এখানে 'বাদ' অর্থ পরবর্ত্তীকালে" হইতে পারে না—'বাদ' অর্থ বিরুদ্ধে বা বিপরীত। ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থ সম্ভব হয় না। হজরত আবদুল ওয়াহাব শোওরাণী ইমাম তাঁহার আল-ইয়াকিত 'আল জাওয়াহের নামক কেতাবের (২য় খণ্ড ২২ পৃঃ) লিখিতেছেন যে উপরোক্ত হাদীসের অর্থ এই যে আঁ হজরতের হাদীছে লিখিত "লানবীয়াবাদী'র" অর্থ 'এই যে আমার পর নতুন শরীয়তধারী নবী নাই।'

নবুয়ত সম্বন্ধে সাহাবা ও ওলামায়ে কেরামের অভিমত

১। রছুল করিম (ছঃ) সহধর্ম্মিনী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ) বলিয়াছেন যে—"তোমরা আঁ হজরতকে খাতামান নবীয়ীন বল কিন্তু তাঁহার পর নবী নাই একথা বলিও না। —তকমেলা মজমাউল বেহার পৃঃ ৮৫

২। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাসেম সাহেব নানুতবী তৎপ্রণীত 'তহজীরুন্নাছ' নামক কেতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন যে—নবী করিম (সঃ) এর পরবর্ত্তী কালেও যদি কোনও নবী জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাহাতে 'খাতামিয়াতে' মহাম্মদীয়াতের কোন ক্ষতি হয় না।

৩। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত আলেম মওলানা আবদুল হাই সাহেব তাহার "দাফে-উল ওয়াছ ওয়াছ" নামক পুস্তকের ১২ পৃঃ লিখিয়াছেন:—"আহলে সুন্নত আলেমগণও তদ্বদিক্ করেন যে আঁ হজরতের যুগে নতুন শরীয়ত সহ কোনও নবী আসিতে পারেন না এবং আঁ হজরতের নবুয়ত তাঁহার যাবতীয় অনুচরকে অন্তর্ভুক্ত করেন। হজরতের যুগে যিনি নবী হইবেন তিনি শরীয়তে মহাম্মদীয়ার অধীন হইবেন।

৪। হজরত শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব মোহাদ্দেসে দেহলবী তাহার "তফহিমাতে .....এলাহিয়া" নামক পুস্তকের ৫৩ নং তফহীমে লিখিয়াছেন যে—"আঁ হজরত পর্য্যন্ত নবীর আবির্ভাব শেষ হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার পরবর্ত্তী কালে লোকদিগের হেদায়তের জন্য আল্লাহতায়ালা শরীয়ত সহ আর কাহাকেও নবী করিয়া পাঠাইবেন না।"

৫। হজরত মোহাম্মদ মোল্লা আলী কারী সাহেব তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "মউজুয়াতে কবীর" ৫৮ পৃঃ লিখিয়াছেন (৫৮ পৃঃ ৫৯ পৃঃ)। খাতামান নবীয়ীনের অর্থ এই যে আঁ হজরতের পর এমন কোন নবী আসিবেন না যিনি তাঁহার উম্মত হইবেন না এবং তাঁহার শরীয়তকে মনসুখ করিয়া দিবেন।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারে]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.